بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪১-০৫/০৪ | বৃহস্পতিবার, ২৮ জুমাদাল উলা, ১৪৪১ হিজরী | ২৩/০১/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আমরা জাপানকে সতর্ক করছি রোহিঙ্গা গণহত্যায় খুনি মায়ানমার সরকারকে সমর্থন দেয়ার পরিণতি ভাল হবে না, কারণ আসন্ন খিলাফত রাশিদাহ্ নিশ্চয় এ বিষয় অত্যন্ত কঠোরভাবে মোকাবিলা করবে

জাপান, যুদ্ধবাজ পশ্চিমাবিশ্বের আরেক এজেন্ট ভারতের অনুকরনে, রোহিঙ্গা মুসলিমদের গণহত্যার বিষয়ে মায়ানমার সরকারকে সমর্থন জানিয়েছে। মায়ানমারে নিযুক্ত জাপানের রাষ্ট্রদূত ইচিরো মারুইয়ামা নির্লজ্জভাবে কিছুদিন পূর্বে একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছে যে, মায়ানমারে কোন গণহত্যা সংঘটিত হয়নি, বরং এটা ছিল তথাকথিত জিহাদী সংগঠন 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' নামক একটি সংগঠনের বিরুদ্ধে পরিচালিত সন্ত্রাস-বিরোধী কঠোর অভিযান (রয়টার্স, ১৫ই জানুয়ারি ২০২০)! ক্রুসেডার পশ্চিমা দেশসমূহ কর্তৃক বিশ্বব্যাপী প্রচারিত সন্ত্রাস-বিরোধী আখ্যানের আলোকে জাপান তার এই বক্তব্যের মাধ্যমে ব্যাপক হারে ধর্ষণ, গণহত্যা ও শতশত গ্রাম জালিয়ে ভস্মিভুত করা, এবং এর শিকার ৭,৪০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলিমের নারকীয় দুঃস্বপ্নের ঘটনাগুলোকে বাতিল করে দিয়েছে, যারা বাংলাদেশে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রোহিঙ্গা গণহত্যার বিষয়ে জাপানের সরকারি অবস্থান কেবল 'প্রত্যাখ্যান' নয়, বরং রোহিঙ্গা মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত পাইকারি গণহত্যার 'অনুমোদন', আর এর মাধ্যমে জাপান আমেরিকার নেতৃত্বাধীন 'ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' আরো গভীরভাবে সম্পৃক্ত হয়েছে। এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, সুলতান আব্দুল হামিদ খানের সময়ে জাপানের সাথে উসমানিয়া খিলাফতের যে উষ্ণ সম্পর্ক ছিল তা তারা ভুলে গিয়েছে, সে সময়ে তাদের বিখ্যাত সম্রাট মেইজি জাপানকে বিচ্ছিন্ন সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র থেকে একটি শিল্পোন্নত শক্তিতে রূপান্তর করেছিলেন। ইসলামের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী এবং দূরদর্শী নেতা সম্রাট মেইজির পদাঙ্ক অনুসরণ না করে, আমেরিকার কাছে পরাজয়ের পরে, আমেরিকার প্রতি আজ্ঞাবহ জাপানের বর্তমান শাসকেরা আমেরিকার বিশাল মিথ্যা ও প্রতারণাপূর্ণ আহবানে সাড়া দিয়ে তাদের দেশকে নিম্নগামী পথে পরিচালিত করছে। তাই আমরা দেখেছি যে আফগানিস্থানে আমেরিকার যুদ্ধে তারা তাদের সৈন্য প্রেরণ করেছে, যা মূলত মিথ্যার ভিত্তিতে শুরু করা হয়েছিল। এবং, এখন আমরা প্রত্যক্ষ করছি যে জাপান সরকার তথাকথিত 'ইসলামী সন্ত্রাসবাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে নির্লজ্জভাবে মুসলিমদের উপর পরিচালিত গণহত্যাকে ন্যায়সঙ্গত করার চেষ্টা করছে!

হিযবুত তাহ্‌রীর, বাংলাদেশ, জাপানের প্রতি এই দৃঢ় বার্তা পাঠাতে চায় যে, তাদের অবশ্যই অন্ধভাবে রোহিঙ্গা মুসলিমদের প্রতি বর্বর নিষ্ঠুরতাকে সমর্থন দেখানো উচিত নয়। যদিওবা বর্তমানে রোহিঙ্গা মুসলিমগণ কেবলমাত্র আমাদের জাতি-রাষ্ট্রের শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা ও অযোগ্যতার দরুণ ভয়াবহ নিপীড়নের শিকার, তথাপি তাদের এই অসহায়ত্ব ও দুর্বলতার আশু পরিসমাপ্তি ঘটতে যাচ্ছে, কারণ তাদের সত্যিকারের অভিভাবক ও রক্ষাকর্তা, নবুয়্যতের আদলে প্রতিষ্ঠিতব্য দ্বিতীয় খিলাফত রাশিদাহ্ খুব শীঘ্রই আল্লাহ্ তা'আলা'র ইচ্ছায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মায়ানমার সরকার আমাদের প্রিয় উম্মাহ'র উপর যে অত্যাচার চালিয়েছে নিশ্চয় তার উপযুক্ত ব্যাবস্থা আসন্ন খিলাফত রাষ্ট্র গ্রহণ করবে এবং যেসব দেশ এই ঘৃণ্য শত্রুরাষ্ট্রকে সমর্থন করবে তাদেরকেও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন:

«إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ»

"নিশ্চয়ই ঈমাম হচ্ছে ঢালস্বরূপ, যার পিছনে থেকে মুসলিমগণ যুদ্ধ করে এবং যার মাধ্যমে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করে"।
[মুসলিম]

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ